বাংলাদেশে ছাত্র—রাজনীতি আমাদের প্রত্যাশা

সুফিয়া শহীদ

বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা হোক এই মতকে আমি কখনও সমর্থন করি না। যদিও বিভিন্ন সময়ে এ ব্যাপারে প্রশ্ন উঠেছে এবং উঠছে। আমাদের দেশে ছাত্র রাজনীতির ইতিহাস নতুন নয়। এর রয়েছে একটা প্রাচীন গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। তবু কেন এই প্রশ্ন উঠে? বর্তমান প্রেক্ষাপট পর্যালোচনায় এই প্রশ্নের উত্তর সহজেই পাওয়া যায়। এবং ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দিকের পাল্লাই ভারী হবে হয়ত। কিন্তু শুধুমাত্র বর্তমান প্রেক্ষাপটে আবদ্ধ না থেকে বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতির অতীত ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলে যে কোন সচেতন ব্যক্তি ছাত্র রাজনীতি বন্ধের রায় দিতে কুণ্ঠিত হবেন।

১৯৫২ সালে থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ তৎকালীন পাকিস্তান আমল থেকে বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতির ইতিহাস গৌরবমণ্ডিত। এ সময়ের মধ্যে জাতীয় অধিকার আদায়ের প্রতিটি আন্দোলনে সফল নেতৃত্ব দিয়েছে ছাত্রসমাজ। অকাতরে বুকের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করেছে। এরমধ্যে কিছু কিছু আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে তারাই এবং কিছু কিছু আন্দোলন যেখানে জাতীয় নেতৃবৃন্দের সীদ্ধান্তহীনতা ও পারস্পরিক মতবিরোধীতার কারণে প্রায় ব্যর্থ হতে যাচ্ছিল সেখানে ছাত্রসমাজ নিজেদের মধ্যকার মতবিরোধ ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে শক্তহাতে আন্দোলনের গতিকে ত্বরান্বিত করেছে এবং সফলও হয়েছে। '৯০এর গণআন্দোলন এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অতএব অগ্রণী ভূমিকা যারা পালন করেছে এবং করছে তাদের সম্পর্কে বুক ফুলিয়ে গর্ব করতে সত্যিই ভাল লাগে।

কিন্তু এর অন্য পিঠও রয়েছে যেখানে স্থান পেয়েছে আমাদের ছাত্র রাজনীতির কালো ইতিহাস। এই ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায় দুঃখজনক। যখন দেখি আমাদের ছাত্র সমাজ ছাত্র রাজনীতির পথ ধরে ভয়ংকর এক অধ্যায়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তখন আমাদের কষ্ট হয়। কিসের যেন এক অন্ধ উন্মত্ততায় তারা পরস্পরের সাথে রক্তের হোলিখেলায় মেতে উঠেছে। জাতির অধিকার আদায়ের আন্দোলনের প্রশ্নে যারা নিজেদের মধ্যকার মতবিরোধকে বিসর্জন দিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাস্তায় নামতে পারে, তারাই যে আবার সামান্য ব্যক্তিগত বা দলীয় মতবিরোধকে সামনে রেখে মরণ খেলায় মেতে উঠতে পারে তা ভাবতেও অবাক লাগে। এ যেন "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য" খেলা। এ খেলার পরিণাম যে কত ভয়াবহ তা আমরা অহরহই দেখতে পাচ্ছি। একের পর এক কত মায়ের বুক খালি হচ্ছে। ঝরে পড়ছে এক একটি সম্ভাবনাময় জীবন যারা ভবিষ্যতে আপন প্রতিভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারত। দেশকে দিতে পারত অনেক কিছু। তাই তাদের ঝরে যাওয়ার ক্ষতি শুধু মা-বাবারই নয়, দেশেরও। কারণ এরা দেশের এক একটী সম্পদ। পত্রিকার পাতায় যখন একটার পর একটা ছাত্রের মৃত্যুর খবর বেরোতে থাকে তখন আমাদের মনে প্রশ্ন দেখা দেয়— "মানুষের জীবনের মূল্য কি এতই কম? এই যে ভবিষ্যত সম্ভাবনাময় তরুণ প্রাণগুলো একে একে ঝরে যাচ্ছে, এর জন্যে জাতির কাছে কৈফিয়ত দেবে কে? এদের মৃত্যুর জন্যে শুধু কি এরাই দায়ী? নাকি অদৃশ্য কারও হাতে আছে এর রিমোট কন্ট্রোল?"

ছাত্র সমাজ পারস্পরিক সহিংসতায় লিপ্ত থাকুক এটা সচেতন সুধী সমাজ কখনও চায় না এবং মেনেও নিতে পারে না। তাই ছাত্রসমাজকে হিংস্রতায় লিপ্ত থাকতে দেখে আমাদের কষ্ট হয়। আমরা আপসোস করি। তবুও মেনে নিই। কারণ আমাদের কিছুই করার থাকে না। যাদের করার থাকে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে অথবা দেখেও না দেখার ভান করে তারা নিজেদের স্বার্থ আদায় করে নেয়। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সমাজ, দেশ বা জাতি। স্বার্থ অন্বেষণকারী মহলের কাছে সমাজ দেশ বা জাতির লাভের চেয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত লাভটাই বড়। যেসব স্বার্থান্বেষী মহল ছাত্রসমাজকে রাজনীতির নামে মরণখেলায় লিপ্ত রেখে ঘোলাজলে মাছ শিকার করে চলছে তাদের বিরুদ্ধে সাধারণ ছাত্রসমাজ আজ সচেতন। তার নজীর হিসেবে আমরা ক্যাম্পাসসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায়ই দেখি সাধারণ ছাত্রসমাজের সন্ত্রাস বিরোধী মিছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তারা সন্ত্রাস চায় না। নিজের ভাইকে খুনীর ভূমিকায় দেখতে চায় না। তাই বলে তারা ছাত্র-রাজনীতির বিরোধীতা করছে না। তারা চায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি সুন্দর নিরিবিলি পরিবেশ। যেখানে লেখাপড়ার পাশাপাশি চলবে সুষ্ঠু রাজনীতি চর্চা। যেখানে প্রতিটি জীবনের নিশ্চয়তা থাকবে। অস্ত্রের বদলে প্রতিটি ছাত্রের হাতে থাকবে শিক্ষা ও জ্ঞান লাভের উপকরণ যে উপকরণগুলো রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের বক্তব্য প্রকাশ ও প্রতিবাদের মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাধারণ ছাত্রসহ সচেতন সুধীসমাজ ছাত্রদের হাতে অস্ত্রের ঝনঝনানী শুনতে চান না। তবুও কেন ছাত্রদের হাতে অস্ত্র? কোথা থেকে কিভাবে আসে এ অস্ত্র? কারা তুলে দিচ্ছে ছাত্রদের হাতে অস্ত্র? তাদের এই অশুভ তৎপরতা বন্ধের কি কোন উপায় নেই। প্রশাসনের কি এতে করণীয় কিছুই নেই? ছাত্ররাই বা কিসের মোহে এদিকে ধাবিত হচ্ছে। এ প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়া খুব কঠিন নয়। প্রায়ই দেখা যায় রুম দখল বা হল দখল বা দলীয় যে কোন তুচ্ছ একটা ঘটনার জের হিসেবে খুন হয়ে যায় একটা ছাত্র। আর তার প্রতিশোধস্বরূপ খুন হয় আর একটা ছাত্র। এই ধারা চলতেই থাকে। ইদানীং ছাত্র রাজনীতিতে আরও একটা সংযোজন দেখা যাচ্ছে। সেটা হচ্ছে একই দলের মধ্যে উপদলের সৃষ্টি। ফলশ্রুতিতে নেতৃত্বের জন্যে একই দলের এক গ্রুপের হাতে প্রাণ দিচ্ছে অন্য গ্রুপের সমর্থকরা। এটা ছাত্র রাজনীতির জন্যে সত্যিই কলংকজনক। কেন্দ্রীয় পর্যায়ের নেতানেত্রীরা কি ইচ্ছে করলেই এইসব দলীয় কোন্দল দূর করতে পারেন না।? যদি না পারেন তাহলে বলব তাদের রয়েছে সদিচ্ছার অভাব।

নেতৃত্বের লড়াইকে ছাত্র রাজনীতির আওতাভুক্ত করা যায়। কিন্তু হল দখলকে কেন্দ্র করে যেভাবে এক গ্রুপ অন্য গ্রুপের সাথে মরণখেলায় মেতে উঠে তাকে আমরা কি বলব? এটাকেও নেতৃত্বের লড়াই বলা যায়। কারণ এখানেও রয়েছে হলে আধিপত্য বিস্তারের লোভ। রাজনীতি এর সাথে পরোক্ষভাবে হলেও জড়িত। এই রাজনীতির ইতিহাস আমাদের জন্যে কোন ক্রমেই গৌরবজনক ও কল্যাণকর হতে পারে না। আমরা সব সময় ভীত সন্ত্রস্ত থাকি। কখন আবার কোন মায়ের করুণ আর্তনাদ শুনতে হয়। এবং বার বার শুনেও থাকি সেই আর্তনাদ। কিন্তু এই করুণ আর্তনাদ ছাত্র সমাজকে সাবধান করার পরিবর্তে আরও হিংস্র করে তোলে, প্রতিশোধ পরায়ণ করে তোলে। কিন্তু কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজলে আমরা হয়ত অদৃশ্য কোন নিয়ন্ত্রকের অস্তিত্ব খুঁজে পাব।

সবশেষে একটা কথা না বললেই নয়। ছাত্র সমাজ আজ নেতৃত্বের লড়াইয়ে মরিয়া হয়ে উঠেছে। কোথায় তারা নেতৃত্ব দেবে এটা নিয়ে কিন্তু তাদের মোটেও মাথাব্যথা নেই। যে এলাকাটাকে অস্ত্রের ঝনঝনানিতে তারা সর্বদা প্রকম্পিত করে রাখে সে এলাকাতে কি একটা শান্ত, সুন্দর, মনোরম পরিবেশ আশা করা যায়? সেটার নেতৃত্ব লাভ করটা কি এতই লোভনীয় ব্যাপার? এটা ত এখন স্বর্গ থেকে ছাড়পত্র নিয়ে নরকের প্রবেশপত্র লাভের যোগ্যতা অর্জন করতে যাচ্ছে। তবুও যারা এর নেতৃত্ব লাভের জন্যে মরণ খেলায় লিপ্ত তাদের John Milton এর সেই ঐতিহাসিক উক্তিটি স্মরণ রাখতে বলব। Milton তার "Paradise Lost" এ বলেছেন, "It is better to reign in the Hell than to serve in the Heaven" অর্থাৎ "স্বর্গে গোলামী করার চেয়ে নরকে রাজত্ব করা অনেক ভাল"। Milton এর এই উক্তিটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি ক্ষমতাসীনদের আনুকূল্যে তাদের হাতের পুতুল হয়ে রাজত্ব করাকে ঘৃণা করেছেন। কারণ এখানে টিকে থাকতে হবে উপরওয়ালাদের মনতুষ্টির মাধ্যমে যা আর এক অর্থে গোলামী। এভাবে গোলামী করে স্বর্গীয় সুখ ভোগ করার চেয়ে একটা নারকীয় পরিবেশ যেখানে অন্যের গোলামী না করে নিজ নিজ ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠা করা যায় সেখানে রাজত্ব করা অনেক ভাল। আমাদের ছাত্র সমাজের এ ব্যাপারে আত্মসচেতন হওয়া উচিত। তারা যেন নিজেদের ত্যাগ, তিতিক্ষা আর ব্যক্তিত্ব দিয়ে একটা নারকীয় পরিবেশকে স্বর্গীয় মহিমায় ভরে তুলতে পারে। তাই আমরা তাদের কাছ থেকে হত্যা বা প্রতিশোধের রাজনীতি আশা করি না। আমরা চাই না ছাত্র সমাজ অন্যের হাতের পুতুল হয়ে নিজেদের মধ্যে রক্তারক্তি করুক। রক্তের স্রোতে দাঁড়িয়ে সব সময় রক্ত ঝরাতে হবে এমন কোন কথা নেই। মাঝে মাঝে রক্তের স্রোতে দাঁড়িয়ে রক্ত বন্ধের দীক্ষাও নিতে হয়। তাই আমরা চাই আমাদের ছাত্র সমাজ সুষ্ঠু ধারায় রাজনীতি চর্চা করুক। তাদের কাছ থেকে আমরা তাদের অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার পুনরাবৃত্তি দেখতে চাই।

তারিখ 28 AUG 1992
পৃষ্ঠা 4 কলাম 3